



বই সম্পর্কে কিছু কথাঃ শিক্ষক এবং অভিভাবক সবাই পড়ুন

“বর্ণ নিয়ে খেলি” সিরিজের বইগুলোর পাতায় পাতায় আছে মজার সব শেখার জিনিস। ছবি আঁকা, রঙ করা, ধাঁধা, মস্তিষ্কের খেলা দিয়ে প্রতিটি পাতাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন শিশুরা সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়াতে পারে। এই সিরিজটি বাংলা অক্ষরগুলো চিনতে, পড়তে, সেগুলো লিখতে এবং নতুন নতুন বাংলা শব্দ শিখতেও সাহায্য করবে। পাশাপাশি আছে অক্ষর দিয়ে বিভিন্ন ছড়া। এই ছড়াগুলোর মাধ্যমে যেমন বাড়বে শিশুর শব্দভাণ্ডার, ধ্বনি সচেতনতা, তেমনি ছড়াগুলো পড়ে দারুণ আনন্দও তারা পাবে। আরও আছে প্রতিটি অক্ষর দিয়ে নৈতিকতা বিষয়ক ছড়া। সেই সাথে এই ছড়াগুলোর সুন্দর এবং সহজ একটি ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে। আর এই ছড়াগুলোর মাধ্যমে শিশুরা নৈতিকতা, দেশপ্রেম, ভালো আচরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো শিখতে পারবে।

এই সিরিজে মোট ১০ টি বই আছে। এই বইয়ে ক থেকে ঙ পর্যন্ত অক্ষরগুলো আছে।

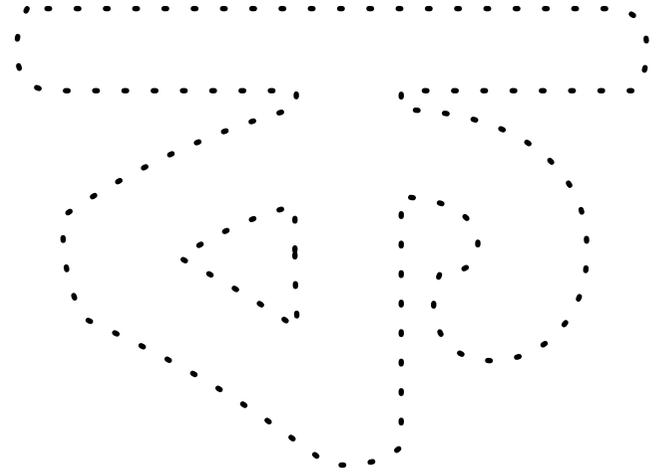
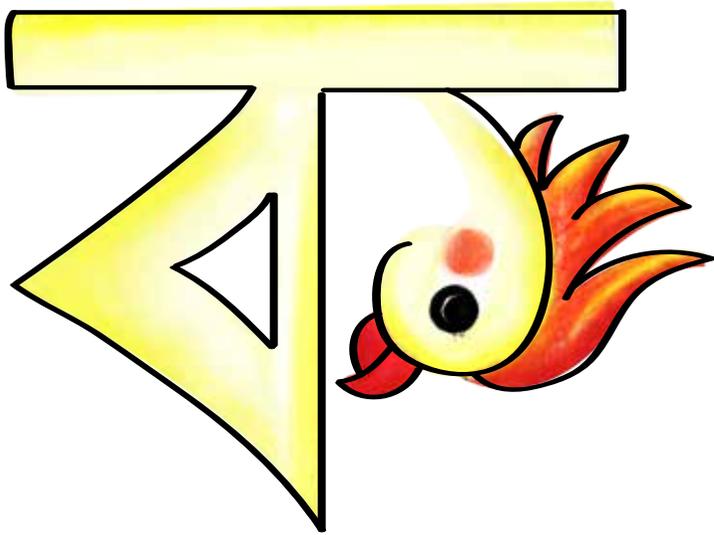
চলো বর্ণের দুনিয়ায় ঘুরে আসি...



খাতা, রঙ
পেন্সিল নিয়ে
চলো ঝটপট
বসি...



মজার এই অক্ষরটি
আঁকি এবং রঙ করি

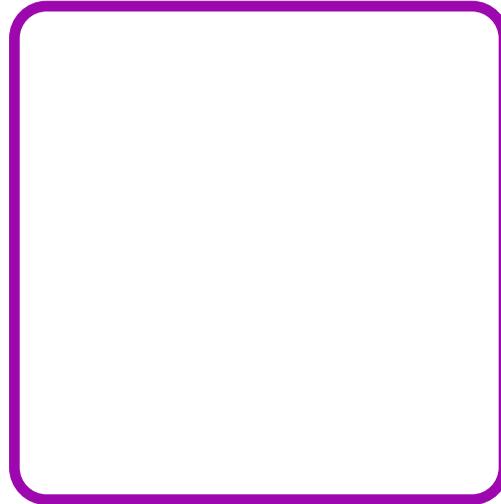
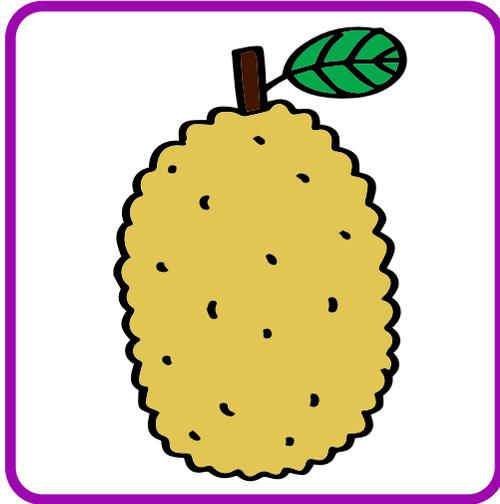
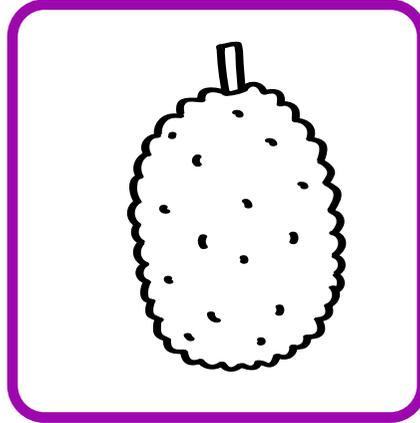
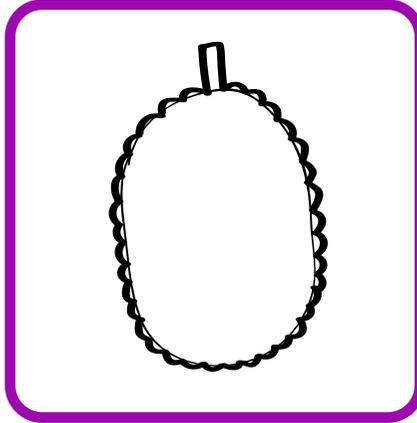
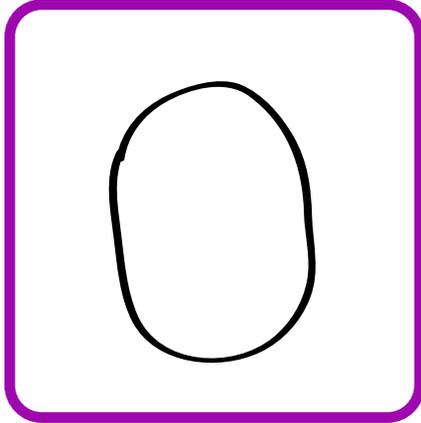


কলম দিয়ে নকশার উপর দাগ টানি

বিন্দুগুলো যোগ করি
এরপর রঙ করি



চলো আঁকি



নিজে আঁকি

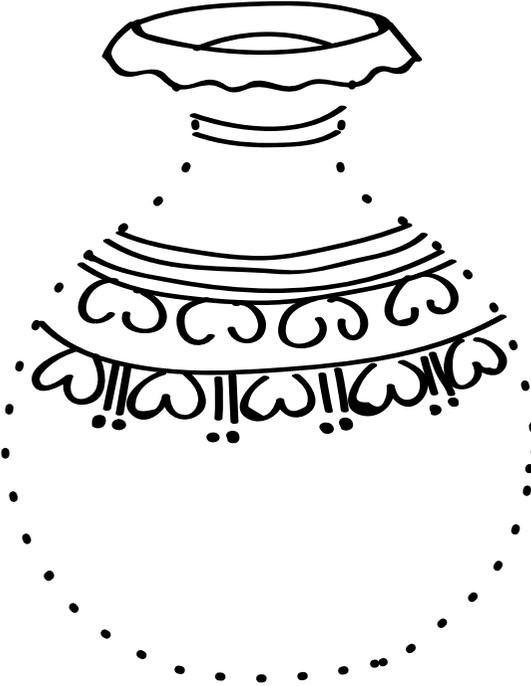
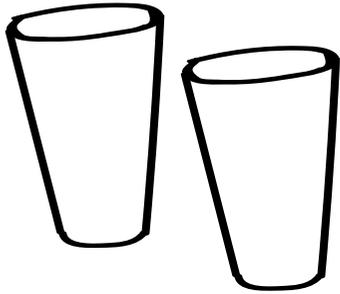




বলতো আমি কে?

- আমি একটি পাত্র
- পানি রাখতে আমাকে ব্যবহার করে
- আমি সাধারণত মাটির তৈরি

আমি হলাম.....



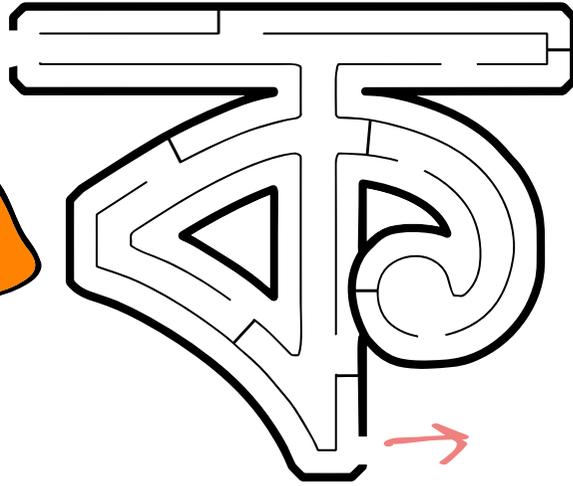
চুপটি করে বসো এবার
গালে হাত দিয়ে,
বলবো আমি মজার ছড়া
"ক" কে নিয়ে

কোকিল ডাকে কুছ স্বরে,
কৃষ্ণচূড়ার ডালে বসো।
কচ্ছপ যেই গাছে চড়ে,
কাঠবিড়ালি মুচকি হাসে।
কাঠঠোকরার পাঠশালাতে,
কাকের দল কা কা করে।
কাকাতুয়ার নাচের তালে,
সবাই মিলে গান ধরে।

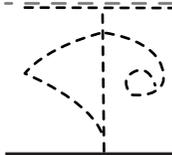
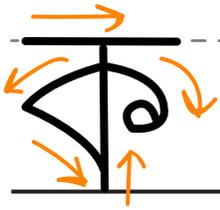




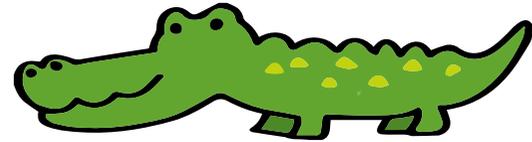
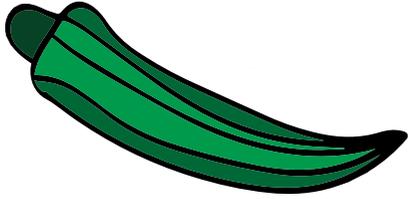
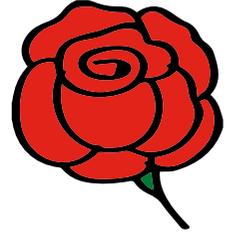
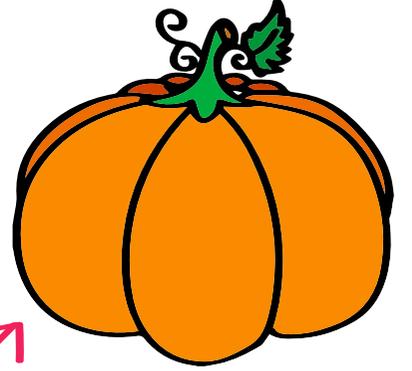
কুকুরকে তার বন্ধু
কাঠঠোকরার কাছে
নিয়ে যাই



ক আঁকতে শিখি



ক দিয়ে শুরু যা
তীর চিহ্ন দিয়ে চিনে নেই তা



ক দিয়ে শুরু যা, খুঁজে রঙ করি তা



ছড়ায় ছড়ায় শিখি

ক

কষ্ট দেবো না কারোর মনে
থাকবো মিলে সবার সনে।

ছড়াটির অর্থ জানি

আমরা কখনই এমন কিছু করবো না, যা করলে অন্য কেউ কষ্ট পায়। এমন কিছু বলবো না, যা শুনলে কেউ মন খারাপ করবে। সবসময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন আমাদের কথায় বা কাজে কেউ কষ্ট না পায়। সবাই আমরা মিলেমিশে থাকবো। তাহলেই আমরা ভালো থাকতে পারবো।

ক শব্দমালা :

কাঁঠাল

কলস

কোকিল

কুহু- পাখির ডাক

কৃষ্ণচূড়া

কচ্ছপ

কাঠঠোকরা

কাঠবিড়ালি

কাক

কা কা- কাকের ডাক

কাকাতুয়া

কুকুর

কুমড়া

কলা

কলাগাছ

কৃষক- যে মাঠে ফসল ফলায়

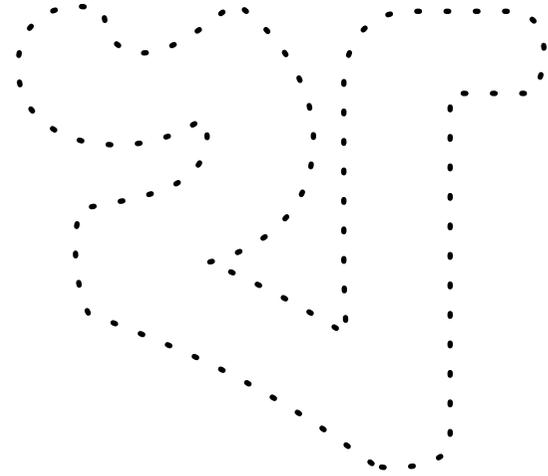
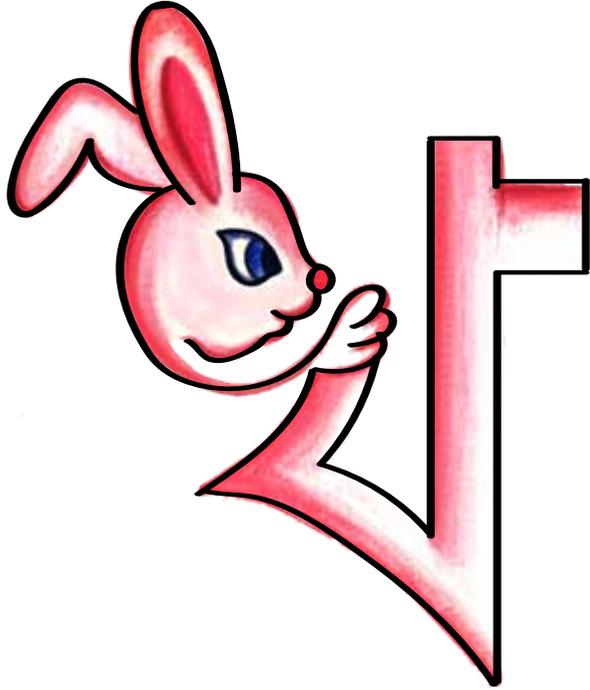
কষ্ট

কাজ





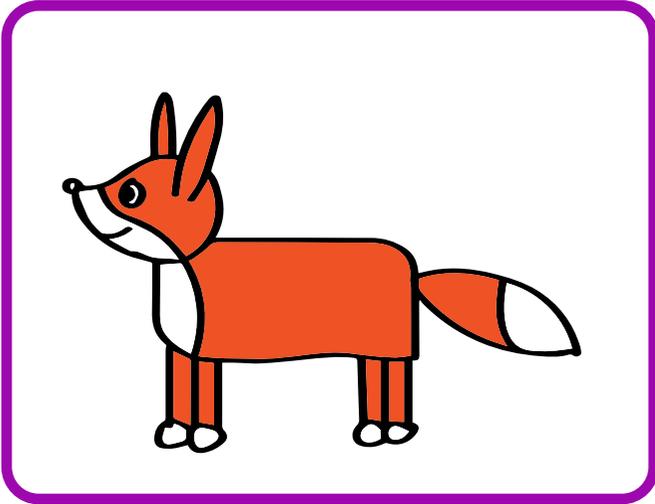
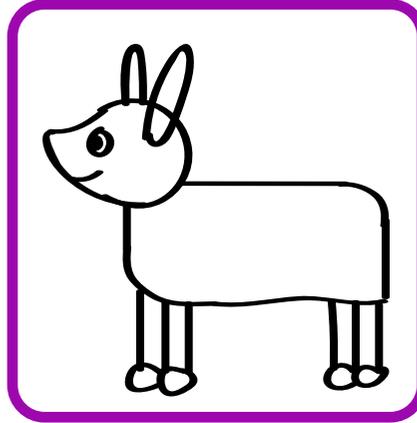
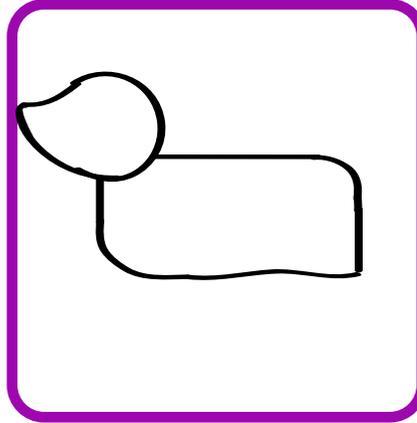
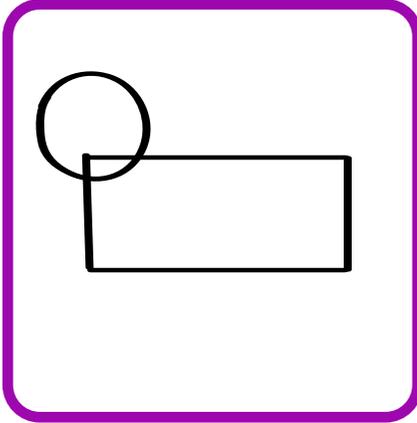
মজার এই অক্ষরটি
আঁকি এবং রঙ করি



বিন্দুগুলো যোগ করি
এরপর রঙ করি



চলো আঁকি



নিজে আঁকি





বলতো আমি কে?

- আমি একটি প্রাণী
- আমি খুব তুলতুলে
- আমার বড় বড় দুটো কান আছে

আমি হলাম.....



বিন্দুগুলো
যোগ করি
এরপর
রঙ করি

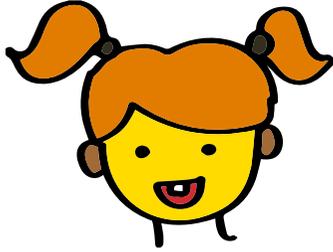
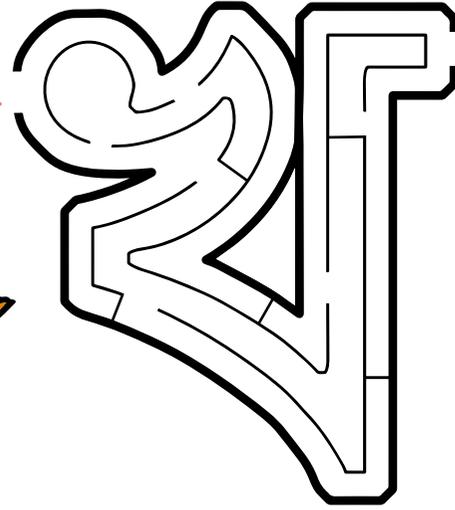
চুপটি করে বসো এবার
গালে হাত দিয়ে,
বলবো আমি মজার ছড়া
"খ" কে নিয়ে

খুকুমণির বায়না,
চাই তার খেলনা।
সেঁজুতির আয়না,
কথা সে কয় না।
খেকশিয়ালের বাসনা,
চাই তার খাজনা।
খঞ্জনির বাজনা,
খোকা আর চায় না।

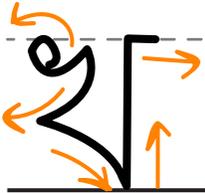




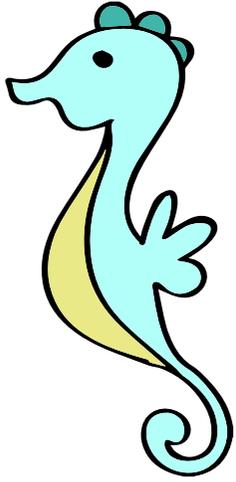
খুকুকে তার খাতার কাছে
নিয়ে যাই যেন সে ছবি আঁকে



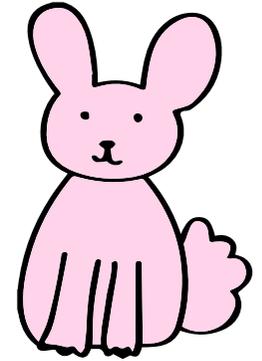
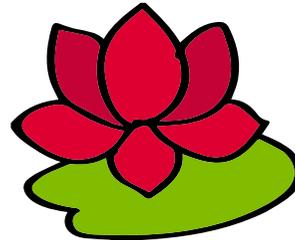
খ আঁকতে শিখি



খ দিয়ে শুরু যা
তীর চিহ্ন দিয়ে চিনে নেই তা



খ এর ভেতর
ইচ্ছেমত
রঙ করি



খ দিয়ে শুরু যা, খুঁজে রঙ করি তা



ছড়ায় ছড়ায় শিখি

খ

খাঁটি দুধের মিষ্টি ছানা
খেতে ভারি মজা,
খারাপ কাজ করলে জেনো
পেতে হয় সাজা।।

ছড়াটির অর্থ জানি

ডালো আর খাঁটি কিছু দিয়ে খাবার রান্না করলে তা খেতে বেশি মজা হয়। ঠিক তেমনি ডালো মানুষ হতে গেলে কি প্রয়োজন হয় জানো? ডালো কাজ করতে হয়। মিথ্যা বলা, রাস্তায় ময়লা ফেলা- এগুলো খারাপ কাজ। এসব করলে অন্যদের অসুবিধা হয়, তখন তারা কষ্ট পায়। আর ডালো কাজ করলে সবার ডালোবাসা পাওয়া যায়।

খ শব্দমালা :

খরগোশ

খেকশিয়াল

খুকুমণি

খেলনা

খাজনা- রাজস্ব, জমিদার বা সরকারকে
জমির জন্য যে কর দিতে হয়

খঞ্জনি- এক রকম বাদ্যযন্ত্র

খোকা

খাতা

খাবার

খাম

খেয়া- নৌকা

খেজুরগাছ

খুল্তি- রান্নার কাজে ব্যবহার্য চামচ

খাঁটি- আসল, ভেজালহীন

খারাপ- মিথ্যা বলা, রাস্তায় ময়লা

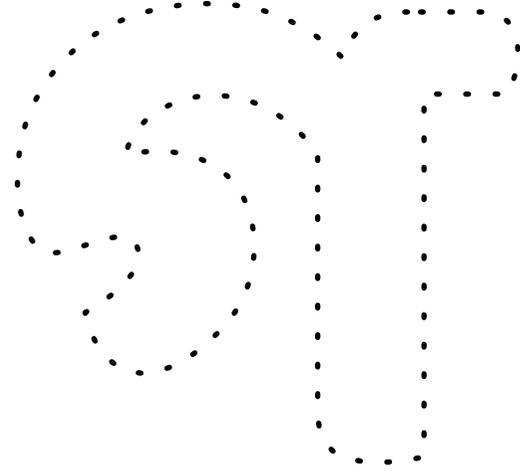
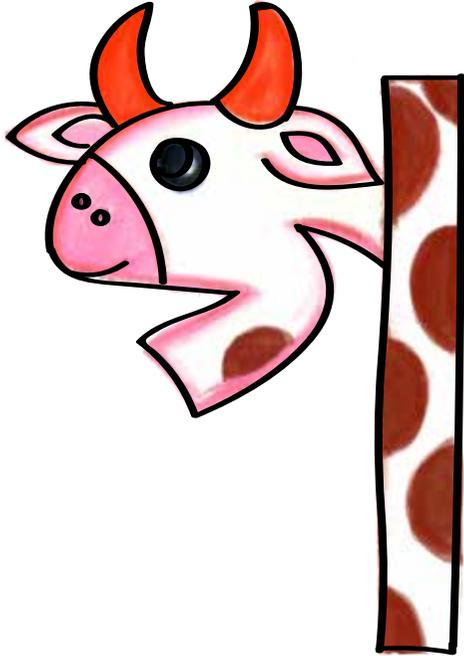
ফেলা- এগুলো খারাপ কাজ। আর যারা
এসব করে তাদের খারাপ মানুষ বলে।

খেতে





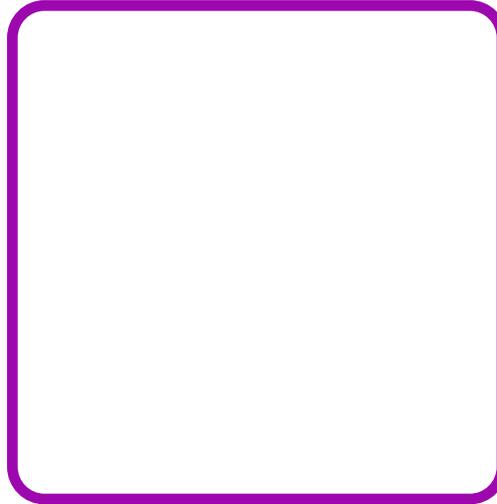
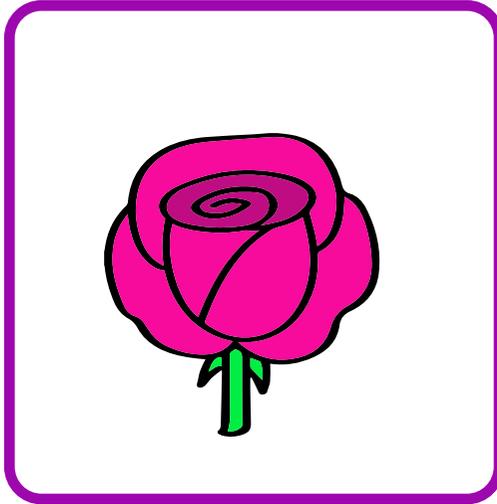
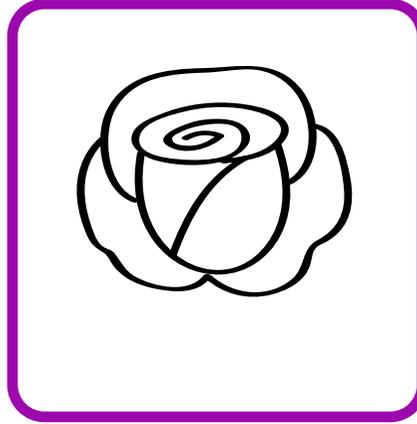
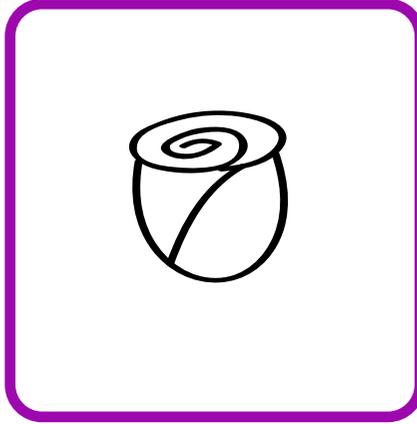
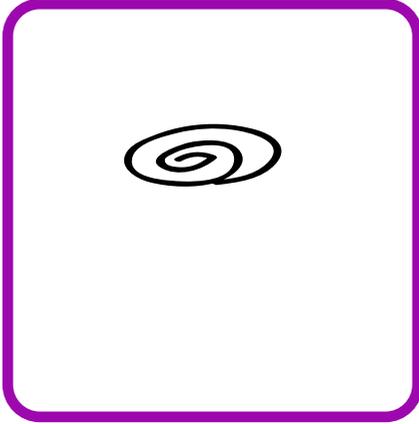
মজার এই অক্ষরটি
আঁকি এবং রঙ করি



বিন্দুগুলো যোগ করি
এরপর রঙ করি



চলো আঁকি



নিজে আঁকি

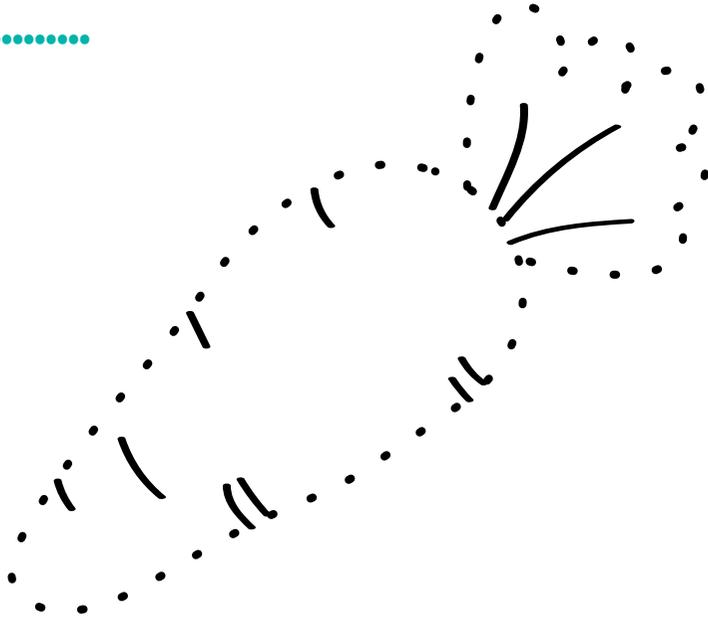




বলতো আমি কে?

- আমি একটি সবজি
- আমি মাটির নিচে জন্মাই
- আমার রঙ কমলা

আমি হলাম.....



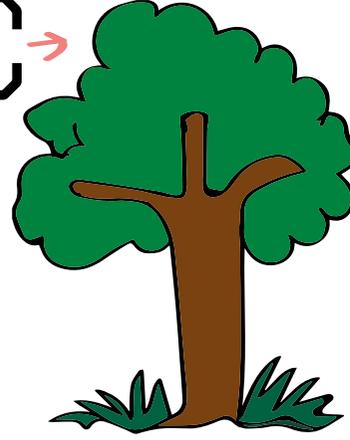
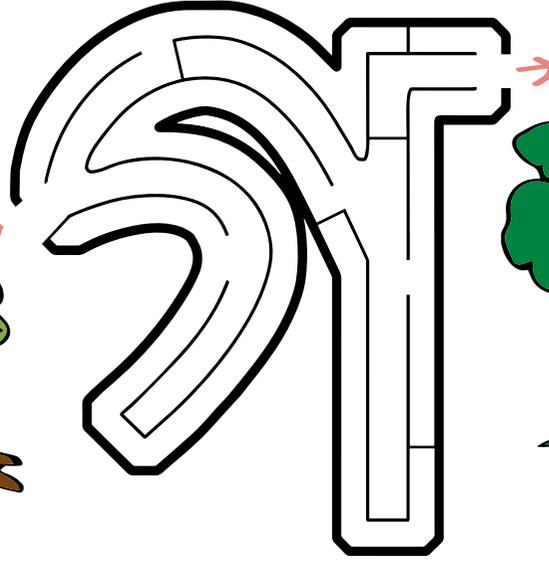
বিন্দুগুলো
যোগ করি
এরপর
রঙ করি

চুপটি করে বসো এবার
গালে হাত দিয়ে,
বলবো আমি মজার ছড়া
"গ" কে নিয়ে

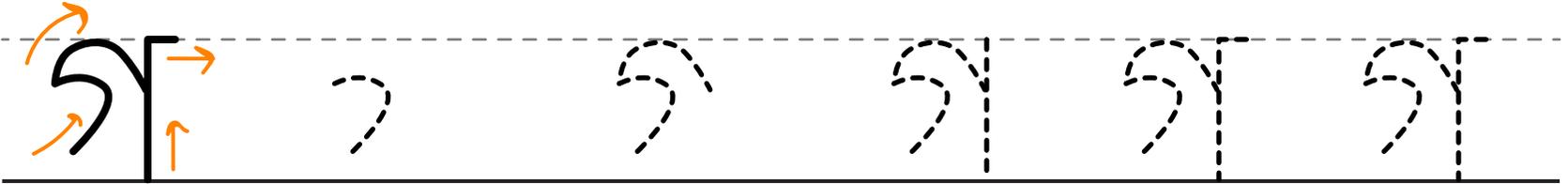
আমাদের পাড়া গাঁয়ে,
সে এক কাণ্ড ঘটে!
গোলাঘরে ডূত নামে,
বিশ্বাস হয় না মোটে?
যাবে যখন গভীর রাতে,
দেখে আলো পুকুর ঘাটে।
অউহাসির শব্দ শুনে,
আসবে তুমি ভয়ে ছুটে।
দেখেছে ঐ গোয়লা ভায়া,
কথা কি আর এমনি রটে?
আরে, তুমি ভয় পেলে!
তবে কেন যাও চটে?



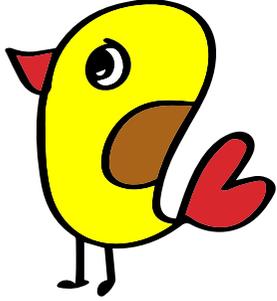
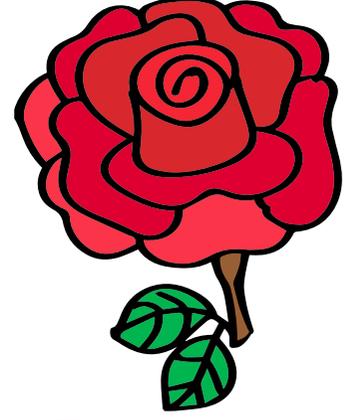
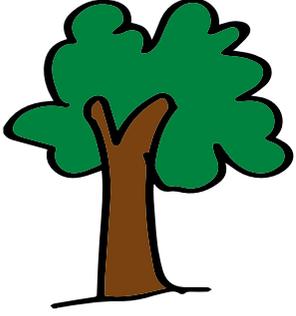
গিরগিটিকে গাছে উঠতে
সাহায্য করি



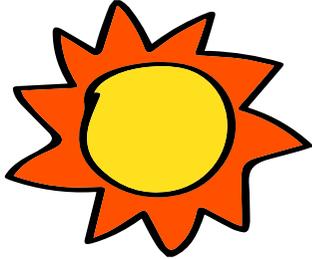
গ আঁকতে শিখি



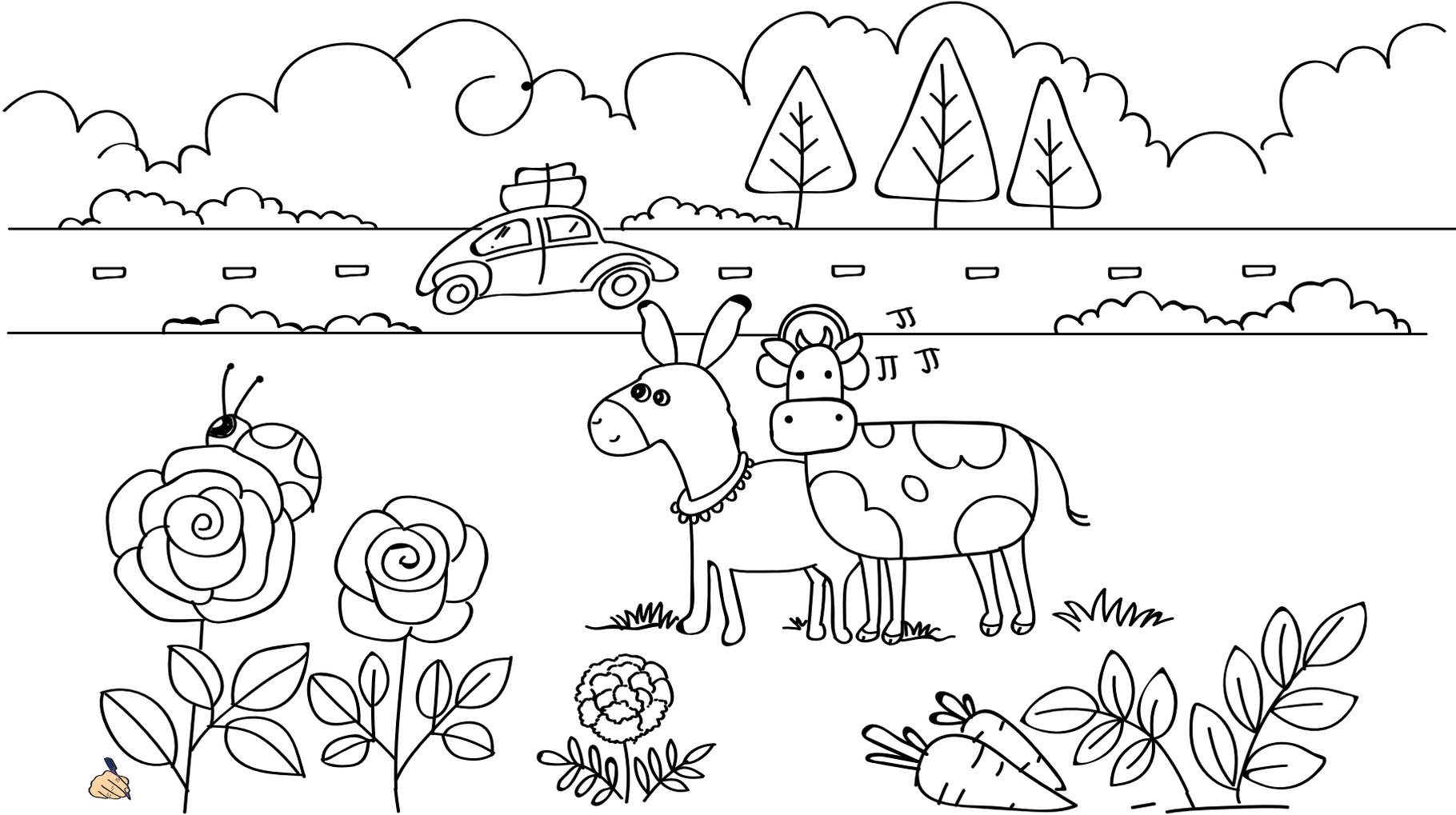
গ দিয়ে শুরু যা
তীর চিহ্ন দিয়ে চিনে নেই তা



গ এর ভেতর
ইচ্ছেমত
রঙ করি



গ দিয়ে শুরু যা, খুঁজে রঙ করি তা



হুড়ায় হুড়ায় শিখি

গ

গরীব ধনী একসাথে যদি
হাত মিলাই সবে,
এমন দেশের জন্য জেনো
গর্ব সবার হবে।

হুড়াটির অর্থ জানি

আমরা দেখতে যেমন আলাদা তেমনি আমাদের কারো কারো অনেক খেলনা-জামাকাপড় আছে, আবার কারো হয়তো কম আছে। কিন্তু আমরা সবাই মানুষ। আমরা সবাই আমাদের দেশকে ভালোবাসি। দেশের জন্য ভালো কাজ করলে অন্য দেশের বন্ধুরাও আমাদের দেশের নাম জানবে। আমাদের তখন এটা ভেবে ভালো লাগবে যে, “বাহ! এই আমাদের দেশ।” এই ভালো লাগাকেই গর্ব বলে। আর একসাথে কাজ করে দেশের জন্য ভালো করলে আমরা আরো গর্বিত হবো।



গ শব্দমালা :

গোলাপ

গাজর

গাঁ- গ্রাম

গোলাঘর- খামার, যেখানে শস্য

ঝাড়াই-মাড়াই করা ও রাখা হয়

গভীর

গোয়লা- যে দুধ বিক্রি করে

গিরিগিটি

গাছ

গাড়ি

গাঁদাফুল

গরু

গাধা

গয়না

গুবরেপোকা

গরিব- যার টাকাপয়সা নেই, বেশি

জামাকাপড় নেই।

গর্ব- কোন ভালো কিছু নিজের আছে

বলে আনন্দ হওয়া



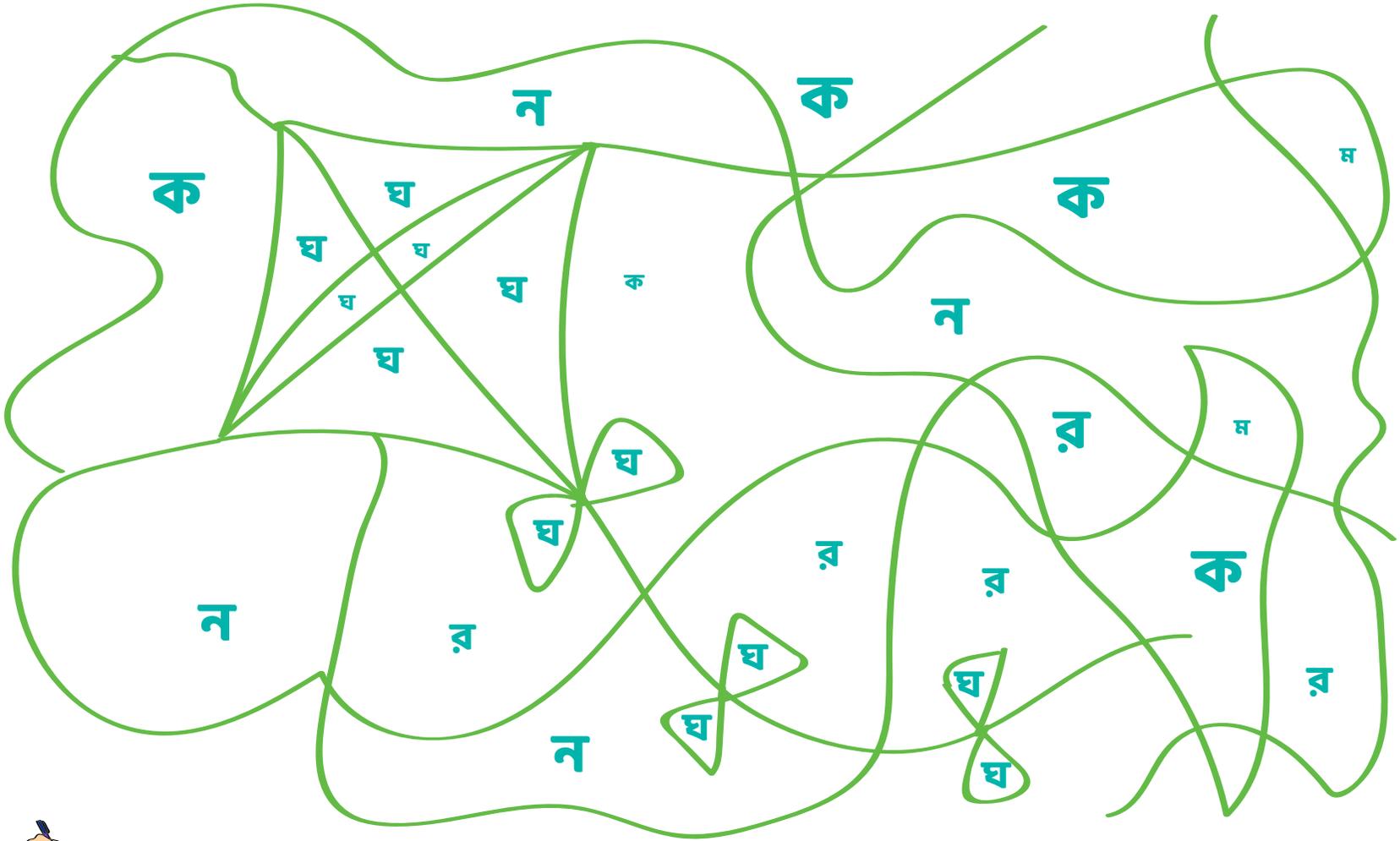
মজার এই অক্ষরটি
আঁকি এবং রঙ করি

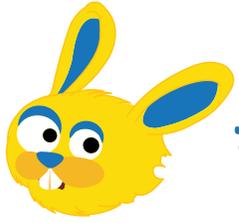


বিন্দুগুলো যোগ করি
এরপর রঙ করি



ঘ বর্ণ লেখা জায়গাগুলোতে রঙ করি

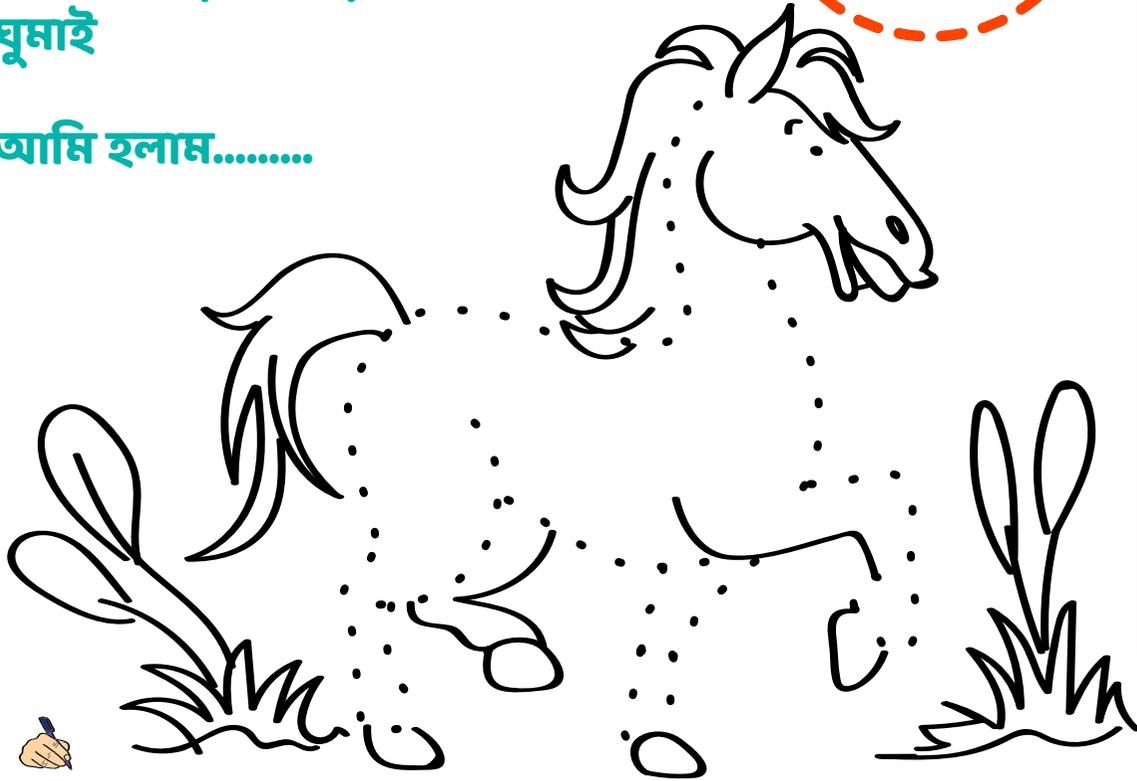




বলতো আমি কে?

- আমি একটি প্রাণী
- আমার লম্বা কেশর আছে
- আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
ঘুমাই

আমি হলাম.....



বিন্দুগুলো
যোগ করি
এরপর
রঙ করি

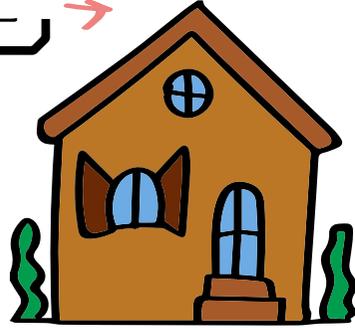
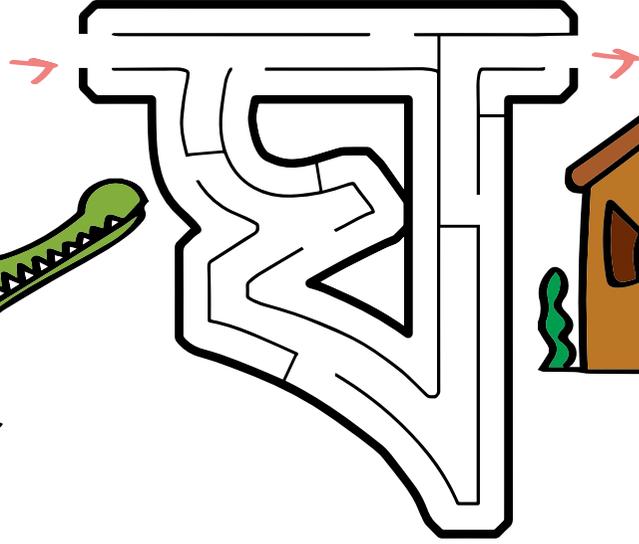
চুপটি করে বসো এবার
গালে হাত দিয়ে,
বলবো আমি মজার ছড়া
“ঘ” কে নিয়ে

ঘোড়ায় করে চলছে বর
শ্বশুরবাড়ির পথে,
সাথে যায় ঘটক মশাই
হাতা নিয়ে হাতে।
বর এসেছে, বর এসেছে
ঘণ্টা বেজে উঠে,
ঘুঙুর পায়ে নাচে সবাই
বউটি লাজে ছুটে।

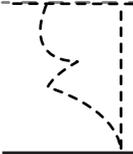
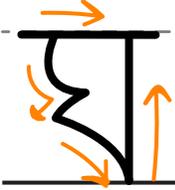




ঘড়িয়ালকে তার ঘরে
পৌঁছাতে সাহায্য করি

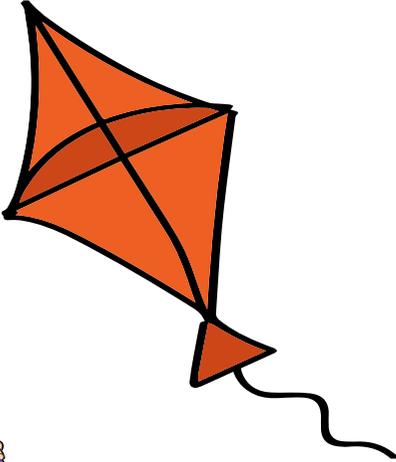
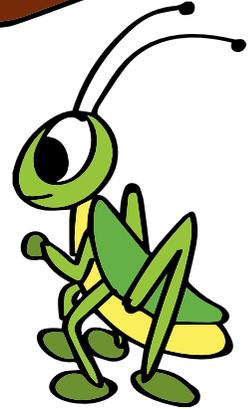
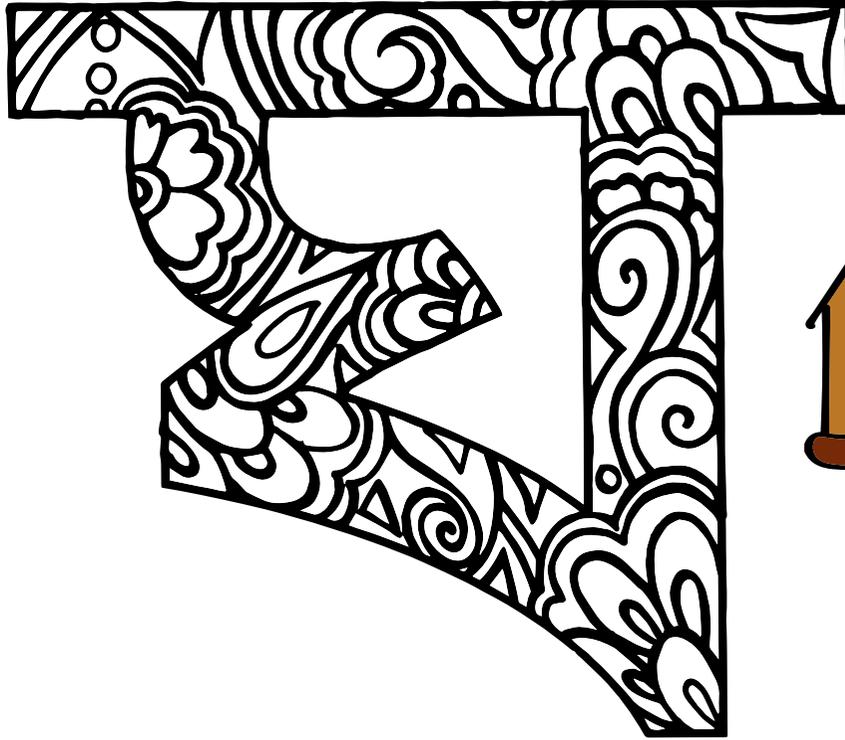
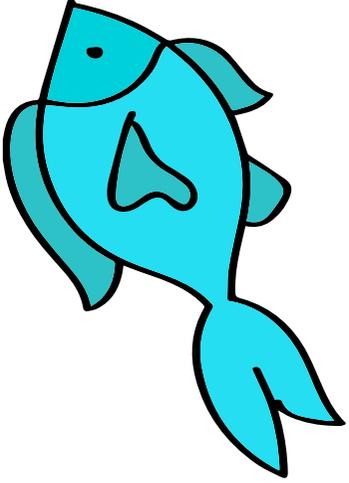


ঘ আঁকতে শিখি

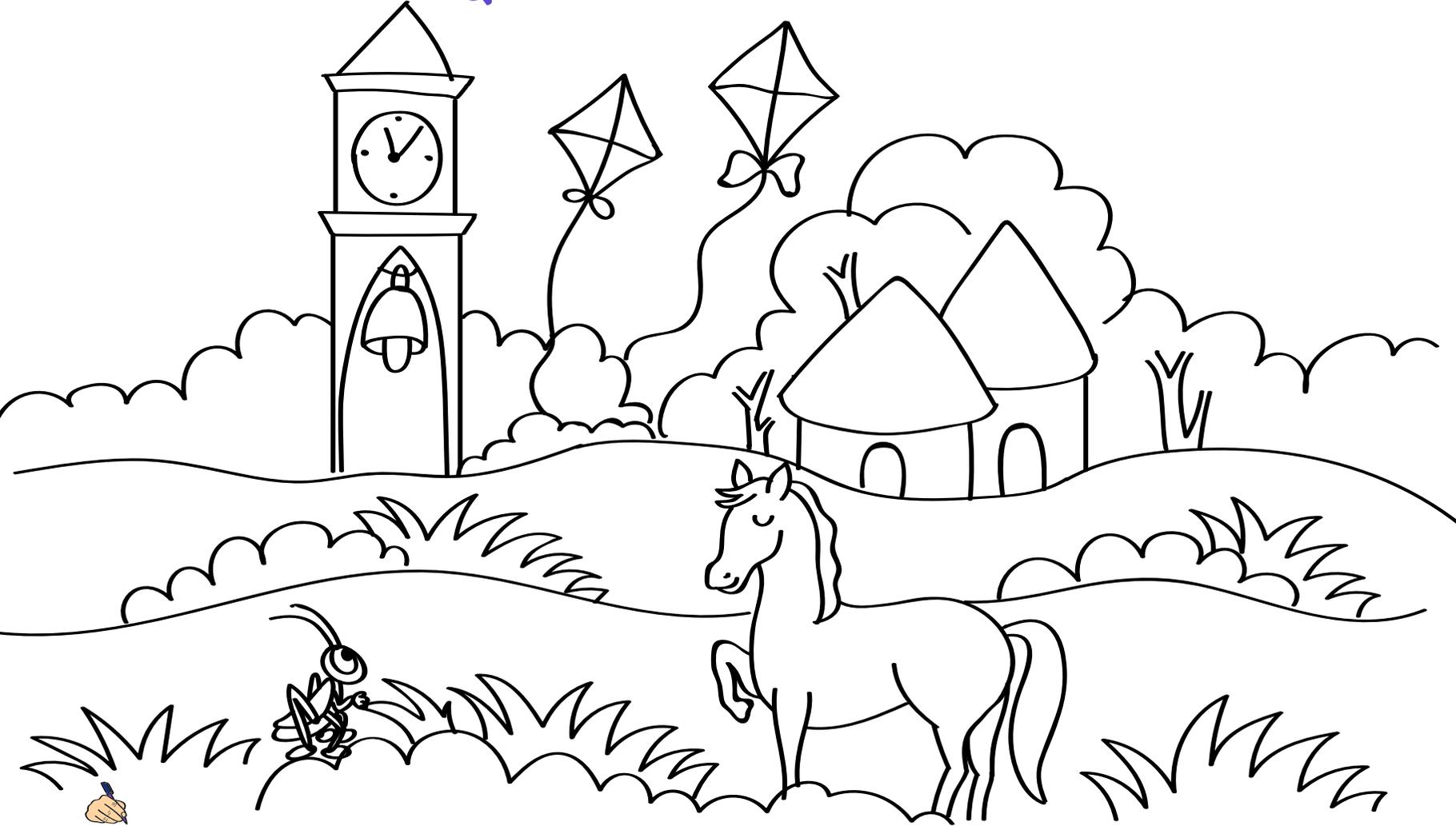


ঘ দিয়ে শুরু যা
তীর চিহ্ন দিয়ে চিনে নেই তা

ঘ এর ভেতর
ইচ্ছেমত
রঙ করি



ঘ দিয়ে শুরু যা, খুঁজে রঙ করি তা



ছড়ায় ছড়ায় শিখি

ঘ

ঘুম থেকে উঠে আমি
মনে মনে বলি।

ঘৃণা নয়, সারা দিন যেন আমি
ডালোবাসায় চলি।

ছড়াটির অর্থ জানি

আমাদের দিনের শুরুটা যেন ডালোবাসা দিয়ে হয়। বাবা মা, ডাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-প্রতিবেশি সবাইকেই আমরা ডালোবাসবো। কাউকে খুব বেশি অপছন্দ করাকে ঘৃণা বলে। কারো কথা বা কাজ যদি পছন্দ না হয়, তাহলে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবো। সাথে নিজেও বোঝার চেষ্টা করবো কেন আমার এই কাজটি ভালো লাগছেনা। ভালো ব্যবহার দিয়ে সবাইকে খুশি রাখবো।

ঘ শব্দমালা :

ঘুড়ি

ঘোড়া

ঘটক- যিনি বিয়ের সম্বন্ধ করেন

ঘণ্টা

ঘুঙুর- এক ধরনের নূপুর যা

ঝমঝম বাজে এবং বিশেষভাবে

নাচে ব্যবহৃত হয়

ঘড়িয়াল

ঘর

ঘাসফড়িং

ঘড়ি

ঘাস

ঘুম

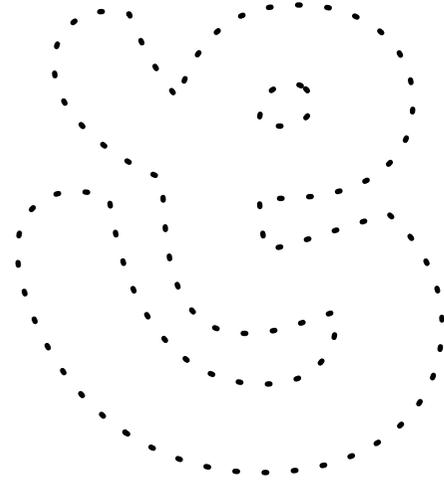
ঘৃণা- কাউকে বা কোন কিছুকে

খুব বেশি অপছন্দ করা





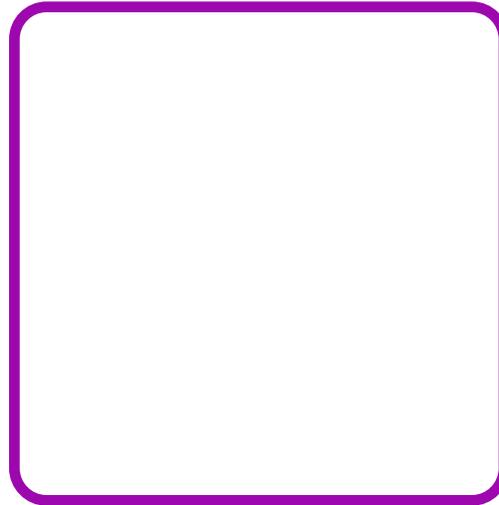
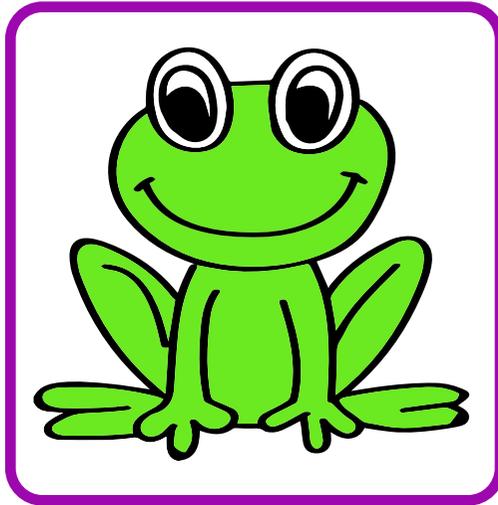
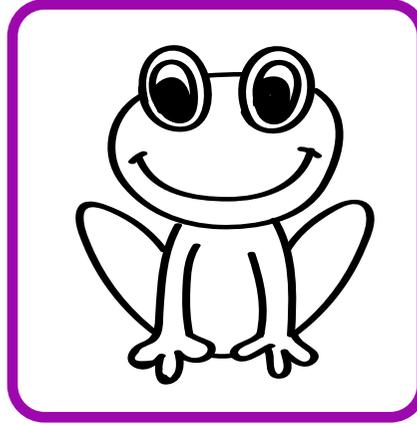
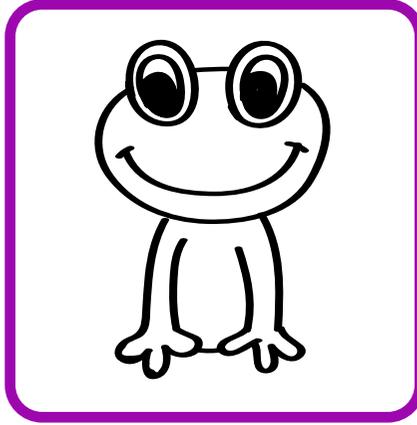
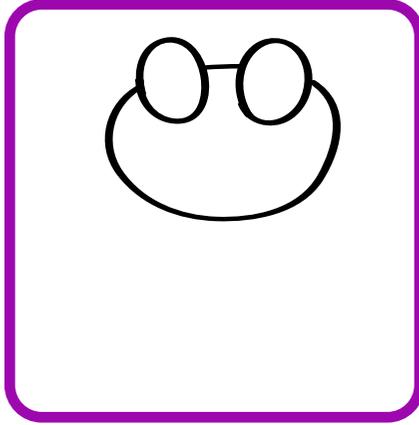
মজার এই অক্ষরটি
আঁকি এবং রঙ করি



বিন্দুগুলো যোগ করি
এরপর রঙ করি



চলো আঁকি



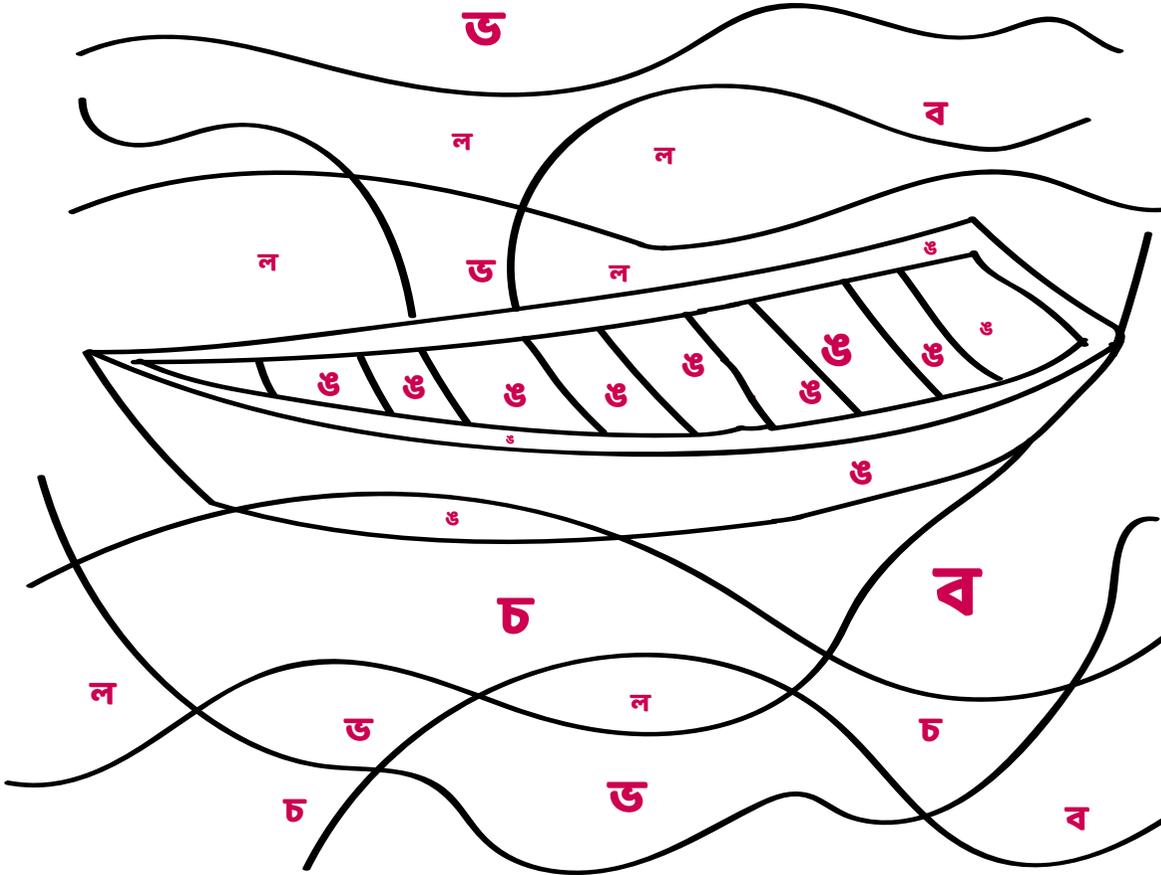
নিজে আঁকি





ঙ বর্ণ লেখা জায়গাগুলোতে রঙ করি

চুপটি করে বসো এবার
গালে হাত দিয়ে,
বলবো আমি মজার ছড়া
“ঙ” কে নিয়ে

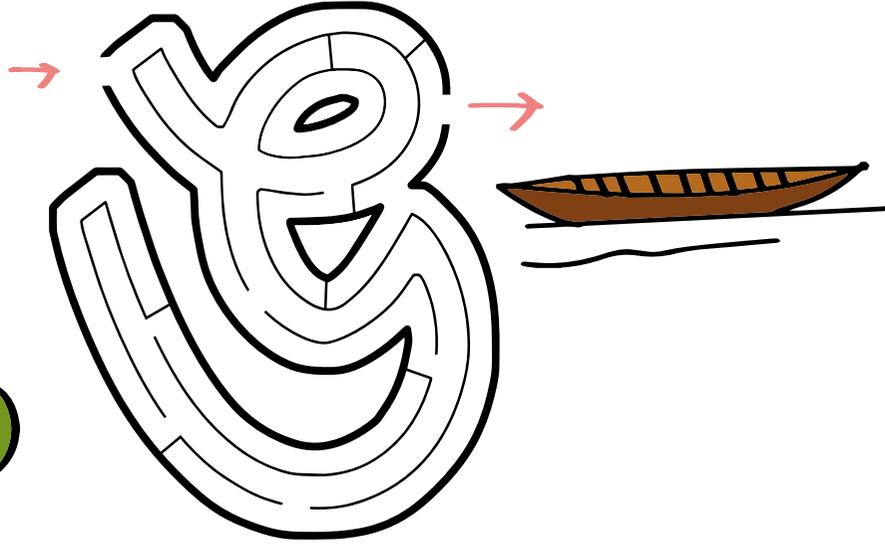
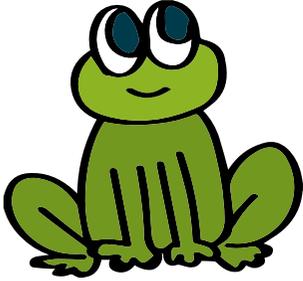


ব্যাঙ যায় শ্বশুরবাড়ি
ডিঙি নৌকায় চড়ে,
সাথে যায় ছলোবিড়াল
মাছের বুড়ি ভরে।
খুশিতে রঙ মাখে দেখো
পুঁটিমাছের ছানা,
চুপটি করে দেখে বক
কখন দিবে হানা।
ছোট্ট ডিঙি করে নোঙর
সন্ধ্যাবেলার সাঁঝে,
চাঙারি মাথায় ব্যাঙ জামাই
মিটমিটিয়ে হাসে।





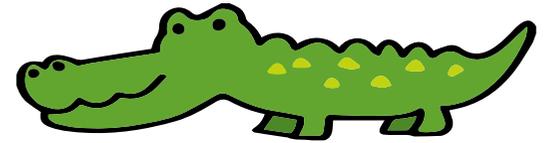
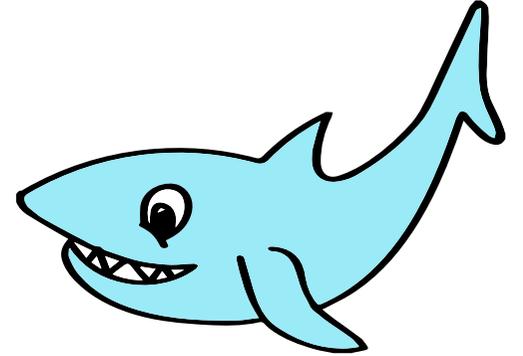
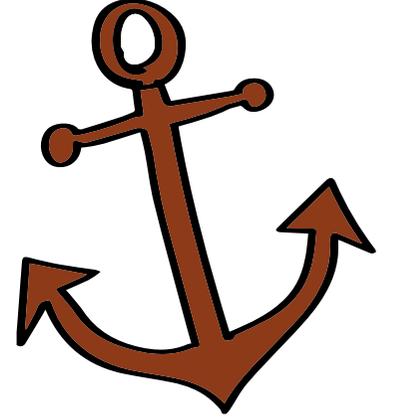
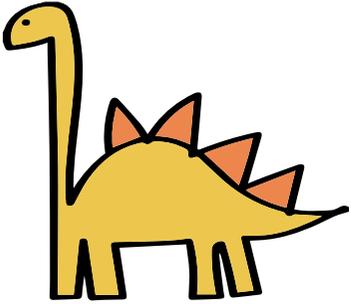
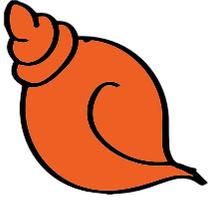
ব্যাঙকে তার ডিঙি
নৌকায় নিয়ে যাই



ঙ আঁকতে শিখি



ঙ দিয়ে হয় যা
তীর চিহ্ন দিয়ে চিনে নেই তা



ঙ এর ভেতর
ইচ্ছেমত
রঙ করি



ঙ দিয়ে আছে যা, খুঁজে রঙ করি তা



হুড়ায় হুড়ায় শিখি

ঙ

ব্যাঙ করে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ
বৃষ্টির বায়না,
বন্ধুর সাথে আড়ি দেয়া
কেউ তা চায় না।

হুড়াটির অর্থ জানি

বন্ধু আমাদের খুবই প্রিয়। শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা সবসময় বন্ধুরা আমাদের পাশে থাকে। তবে, মাঝে মাঝে আমরা বন্ধুর উপর একটু রাগ করে ফেলি। বন্ধুর সাথে আড়ি নেই, কথা বলা বন্ধ করে দেই। এরকম করলে বন্ধুর মন খারাপ হয়। তখন আমাদেরও কষ্ট হয় কারণ বন্ধু তখন কথা বলে না, খেলতেও আসে না। তাই আমরা সব সময় বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে থাকবো। বন্ধুর সাথে আড়ি নিবো না।



ঙ শব্দমালা :

ব্যাঙ

ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ- ব্যাঙের ডাক
ডিঙি- ছোট নৌকা

রঙ

নোঙর

চাঙারি- বাঁশ বা বেতের এক

রকম বুড়ি

ফিঙে পাখি

হাঙ্গর

রঙধনু

ঝিঙে

গাঙচিল

নিজের ইচ্ছামত ছবি আঁকি

নিজের ইচ্ছামত ছবি আঁকি



সাহায্যকারী বন্ধুরাঃ
সানজিদা আফরোজ তিথি

মূল ভাবনাঃ
নৌশিন আফসানা
তাহমিনা রহমান

গবেষণায়ঃ
গোপাল দে

ছবি
আঁকিয়ে বন্ধুঃ
শুভা

ছড়াকার বন্ধুরাঃ
নৌশিন আফসানা
ওয়ালিউল্লাহ ডুইয়া

Where to find Goofi Books?



Global: You can find the e-book version and also can order the hardcover version from our website. Hardcover books are delivered globally through our delivery partner.


goofi
www.goofworld.com

Bangladesh: Anyone in Bangladesh can order the Goofi books from the below options.


www.togumogu.com


goofi
www.goofworld.com



Unleash Your Child's Creativity

www.kidstimebd.com

BDT. 150
\$. 8

বর্ণ নিয়ে খেলি (ক খ গ ঘ ঙ)
লেখা তাহমিনা রহমান
ছবি শুভ্রা



Published by Light of Hope Ltd, Rezina Garden, 67/A , Dhanmondi
9/A, Dhaka 1209, Bangladesh
Published Year: February 2020
Email info@lohbd.org
To know more about Light of Hope Ltd, visit www.lightofhopebd.org

Goofi and related trademarks and design elements are owned and licensed by Light of Hope Ltd.
C 2020 Light of Hope Ltd. All rights reserved.